بسم الله الرحمن الرحيم

ভারতের আসাম রাজ্যের একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকারের নৃশংসতার প্রেক্ষাপটে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত বক্তব্য:

হে ভারতের মুসলিমগণ! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, যে তার দ্বীনের প্রতিরক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, যে আত্মরক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, এবং যে তার পরিবারের সুরক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ।" [তিরমিযী]

(অনুবাদকৃত)

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সমগ্র বিশ্ব গা শিউরে ওঠা একটি ভিডিও ক্লিপ প্রত্যক্ষ করেছে, যাতে দেখা গেছে যে উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যের একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের বাসিন্দাদেরকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য ভারতীয় পুলিশ বাহিনী তাদের উপর গুলিবর্ষণ করছে। ভিডিওটিতে একজন কৃষককে ঠান্ডা মাথায় গুলি করার ঘটনা দেখানো হয়েছে, যার নাম মঈন আল-হক্ব। তার বুকে আঘাত করা হয়েছিল, তিনি পড়ে গিয়েছিলেন এবং মারা যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় পুলিশ অফিসাররা তাকে পেটানোর জন্য লাঠি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মঈন-এর আহত ও নির্জীব দেহে (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার প্রতি দয়া করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন) পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে থাকা বিজয় শঙ্কর বানিয়া নামক একজন ফটোসাংবাদিক লাথি মারতে থাকে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যের হাজার-হাজার মুসলিমকে বাস্তুচ্যুত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হিসেবে এটি ঘটানো হয়েছে। আসাম রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিমান্ত শর্মা টুইট করে আসাম পুলিশ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছে, "অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে, এবং ৮০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করে, দারাং-এর সিপাঝার এলাকার ৪টি অবৈধ ধর্মীয় স্থাপনা ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলে প্রায় ৪,৫০০ বিঘা জমি খালি করার জন্য আমি খুশি এবং দারাং-এর জেলা প্রশাসন ও আসাম পুলিশের প্রশংসা করছি"। এদিকে গণমাধ্যমসমূহ জানিয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিতে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে এমন অজুহাতে মুসলিমদের আবাসিক এলাকা ধ্বংস করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রায় ২০,০০০ মুসলিমকে তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

ভারতে, বিশেষ করে কাশ্মীর ও আসামে মুসলিমদেরকে হত্যা ও তাদের উপর নিপীড়ন নতুন কোনো বিষয় নয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা ইসলামী ভারতীয় উপমহাদেশ ধ্বংস করার পর থেকেই সেখানকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসব অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। উপমহাদেশের মুসলিমদের জাতিগত নিধনের উপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের নীতি প্রণীত হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে ভারতীয় উপমহাদেশের উপর ইসলাম ও মুসলিমদের আধিপত্য দুর্বল করার লক্ষ্যে জনগণের শক্তি, সংহতি ও ঐক্য ভেঙে ফেলে তাদেরকে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমার (বার্মা) নামক চারটি আলাদা সত্তায় বিভক্ত করা হয়।

গুজরাটের কসাই ও বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারী মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার এবং আসামের স্থানীয় সরকার সেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী যুগের একটি সম্প্রসারণ মাত্র, যদিও এখন তা নব্য উপনিবেশবাদী আমেরিকার প্রভাবাধীন, কারণ মোদির দল মার্কিন উপনিবেশবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা উপনিবেশবাদের সৎকন্যা ভারত কর্তৃক তার ভূখন্ডের মধ্যে সংঘটিত অপরাধের প্রতি নতুন ও পুরনো উপনিবেশবাদীদের নেতৃত্বাধীন কাফির পাশ্চাত্যের পাথরসূলভ নীরবতা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমনকি মুসলিম বিশ্বের নিকটতম ও দূরবর্তী বিশ্বাসঘাতক শাসকদের পাথরসম নীরবতা দেখেও অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ তারা উপনিবেশবাদের দালাল। প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র পশ্চিমা প্রভুদের আদেশ পালন করা ব্যতিরেকে তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। এরপরও যদি তারা ভারতের নিপীড়িত মুসলিমদের সহায়তা করার ইচ্ছা পোষণ করত, তবে তাদের পক্ষে মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসা কঠিন হতো না।

উদাহরণস্বরূপ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউ.এ.ই) ভারতীয় বিনিয়োগের পরিমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভারতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটি সে হারানোর সামর্থ্য রাখে না। এছাড়াও, মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশসমূহে কর্মরত ভারতীয় শ্রমশক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রেমিট্যান্স সরবরাহের জীবনরেখা হিসাবে বিবেচিত হয়। এসব দেশসমূহ থেকে হিন্দুদেরকে কেবল বিতাড়িত করার হুমকি দেয়া হলেই তা ভারতকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করবে, কারণ ভারতে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের (এফ.ডি.আই) তালিকায় সংযুক্ত আরব আমিরাত আরব বিশ্বে প্রথম ও বিশ্বব্যাপী ১১তম স্থানে রয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ১৭.২ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পর ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, এবং তাদের মধ্যকার বাণিজ্যের পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন ডলার। সংযুক্ত আরব আমিরাত ভারতে বিভিন্ন ধরনের পণ্য রপ্তানি করে, যেমন: পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য, মূল্যবান ধাতু, রাসায়নিক ও কাঠের পণ্য। সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০১৯-২০২০ সালে ১০.৯ বিলিয়ন ডলারের অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করেছে এবং দেশটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য ছিল। গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলভুক্ত (জি.সি.সি) দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং জি.সি.সি-তে ভারতের মোট রপ্তানির ৭১ শতাংশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে হয়ে থাকে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, সংযুক্ত আরব আমিরাত সর্ববৃহৎ আরব বিনিয়োগকারী, কারণ এর বিনিয়োগ ভারতে মোট আরব বিনিয়োগের প্রায় ৮২ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে, যার মোট বিনিয়োগ মূল্য ১৫ বিলিয়ন ডলার। অতএব, সংযুক্ত আরব আমিরাত একাই ভারতকে নিরস্ত করতে পারে এবং সেখানকার মুসলিমদের সাহায্য করতে পারে, অথচ এখনও তা দেখার বাকি রয়েছে!

ভারতে মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং তাদের পবিত্রতা রক্ষা করা সকল মুসলিমের উপর ফরয, বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের তালেবানের মতো শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের। এই তিনটি ফ্রন্টের যেকোন একটিই মোদি ও তার বর্ণবাদী সরকারকে নিবৃত্ত করতে পারে। যাহোক, এর জন্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিসমূহের উচিত তাদের দেশের দালাল সরকারসমূহকে উৎখাত করা, যারা মোদির সাথে সহযোগিতা করছে। কেবল তখনই তারা ভারতের মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে পারবে এবং হিন্দু রাষ্ট্রের দুর্গ ধ্বংস করতে পারবে, শুধু কাশ্মীর ও আসামকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে নয় বরং

দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র ব্যানারের অধীনে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশকে ইসলামের অধীনে ফিরিয়ে আনার জন্য, যে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সমাসন্ন।

এটা সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলিমসহ মুসলিম বিশ্বের সকল মুসলিমের উপর ফরয, এটা শুধু ভারতীয় পণ্য বর্জনের দাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, বরং অর্থনৈতিক সম্পর্কসহ ভারতীয় রাষ্ট্রের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবী জানাতে হবে। মুসলিমদের জন্য এটা ফরয যে তারা মুসলিম সামরিক বাহিনীসমূহের প্রতি আহ্বান জানাবে, বিশেষ করে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, হিজাজ এবং আমিরাতের সামরিক বাহিনীর প্রতি দাবী জানাতে হবে যাতে তারা তাদের বিশ্বাসঘাতক শাসকদের উৎখাত করে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য **হিযবুত তাহ্রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করে ও ন্যায়নিষ্ঠ খলীফাকে নিয়োগ করে, যিনি ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্য সেই সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবেন এবং সামরিক কমান্ডার মুহাম্মদ বিন কাসিম আল-থাকাফির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন, যিনি ভারতীয় উপমহাদেশকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন।

ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোদির বর্ণবাদী নীতি দেশকে কেবল ধ্বংসের দিকে এবং বর্তমানের চেয়েও বড় বিভক্তির দিকে ধাবিত করবে। ধর্ম বা জাতিসত্তা নির্বিশেষে এই ধরনের নীতি দেশের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। তদুপরি, এটি কেবল ব্রিটেনের উপনিবেশবাদী নীতি ও আমেরিকার ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নীতির ধারাবাহিকতা মাত্র। এই নীতি কেবল পশ্চিমাদের ও আমেরিকার স্বার্থ বাস্তবায়নে কাজ করে, যার জন্য ভারতের সমস্ত মানুষকে উচ্চ মূল্য দিতে হবে।

ভারতে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন, যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০%। আর এই সংখ্যাটি সরকারের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যা কেবল প্রকৃত সংখ্যার অর্ধেক মাত্র। অতএব, মুসলিমদেরকে পরাজিত সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করা ঠিক নয়। বিপরীতভাবে, ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্য এশিয়ার সকল মুসলিমের সাথে ভারতের মুসলিমদের একটি স্বাভাবিক সংযোগ রয়েছে, যার ফলে তাদেরকে ভারতসহ সেসব ভূ-খন্ডের জনগণ হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

ভারতের মুসলিমদের প্রতি, যারা নিপীড়িত ও হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, আমরা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে দুর্বলতা অপমানকে আমন্ত্রণ জানায়, যেখানে মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুতি সম্মান বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ **"যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, যে তার দ্বীনের প্রতিরক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, যে আত্মরক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ, এবং যে তার পরিবারের সুরক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ।"** [তিরমিযী]। অতএব, আমরা আপনাদেরকে বলছি, আপনারা আপনাদের অধিকারের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, যেভাবে আপনাদের ভাই মঈন উল হক দাঁড়িয়েছিলেন। যারা তার বাড়ি লুট করতে চেয়েছিল তিনি তাদের মোকাবেলায় সাহসী ছিলেন। এবং, সাধারণভাবে ভারতের জনগণের প্রতি ও বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি, আমরা বারংবার আপনাদেরকে অবহিত করেছি যেন আপনারা মোদি ও ভারতীয় জনগণের মধ্য হতে তার সমর্থিত গোষ্ঠীর উন্মাদনা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মনে রাখবেন যে আপনারা মুসলিমদের সাথে বসবাস করছেন, এবং তাদের সামরিক বাহিনী ভারতকে ঘিরে রেখেছে। মনে রাখবেন যে মুসলিমরা এক উম্মাহ্ এবং শীঘ্রই পরিস্থিতি ঘুরে দাঁড়াবে, যখন তাদের ভূমিসমূহ একত্রিত হবে এবং তাদের মধ্যকার সীমানাসমূহ মুছে ফেলা হবে। তাহলে হয়তো আপনারা অনুতপ্ত হবেন।

২৪ সফর, ১৪৪৩ হিজরী
০১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

হিযবুত তাহ্রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়